الجامعة الاسلامية المتينية لطف العلوم صربارا
البريد : صهاتك. المضافات : سنام غنج بنغلاديش

জামেয়া ইসলামিয়া মতিনিয়া লুৎফুল উলুম চরবাড়া
পোঃ লক্ষীবাউর-৩০৮০, উপজেলা-ছাতক
জেলা-সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।

Jamea Islamia Motinia Lutful Ulum Charbara
P.O: Lakkibawr, P.S: Chhatak
Dist: Sunamgonj, Bangladesh.

সূত্র ঃ Ref:.....

তারিখঃ Date:.....

আল্লাহ তা'আলার নামে এবং তাঁর সাহায্যে আরম্ভ করতেছি।

বার্মিং হামের একটি মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খাদীজাতুল কুবরা গালর্স স্কুলের মহামান্য প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব হযরত মাওঃ হাফিজ শায়খ মুহাঃ আব্দুর রব ফয়েজী (আল্লাহ তাহাকে হেফাজত করুন)-এরমাধ্যমে বিগত ১০-০৮-২০১০ইং তারিখে বার্মিং হামের চাদঁ দেখা নিয়ে সৃষ্ট ঘটনার ফাতাওয়া এবং সে বিষয় সম্পর্কিত কাগজপত্র আনুমানিক ২মাস পূর্বে আমাদের মাদরাসায় এসে পৌঁছে। আমাদের ফাতাওয়া বিভাগ থেকে যেন সে বিষয়ে প্রমানাদি সহ শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত লিখে পাঠানো হয়। আমরা উনার পাঠানো কাগজপত্রের ফাতওয়ার আভ্যন্তরীন প্রশ্নাবলীর উপর গভীর নজর রেখে নিম্ন লিখিত উত্তর লিখে পাঠালাম।

অন্তরে সঠিক বিষয় প্রদানকারীর নামে উত্তর।

আমরা ভূমিকা স্বরূপ চাঁদ দেখা সম্পর্কিত কিছু হাদীস শরীফ পেশ করতেছি। তারপর ফাতাওয়ার ভিতরে উক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তরাধির বর্ণনা সমষ্টিকগত ভাবে তার ভিতর এসে যাবে।

(১) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত "রাসুল (সাঃ) বলেছেন আমরা (আরব বাসী) হলাম নিরক্ষর জাতি। হিসাব নিকাশ জানিনা মাস এভাবে এভাবে ও এভাবে হয়ে থাকে।" তিনি এভাবে শব্দ বলে স্বীয় উভয় হাতের আঙ্গুল গুলি তিনবার বন্ধ করেছেন এবং খুলেছেন। এবং তৃতীয়বার (হাতের আঙ্গুল গুলি বন্ধকরে আবার আঙ্গুল খুলেছেন এবং) বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করে রেখেছেন। (যার ভাবার্থ হলো কখনো মাস এক কম ৩০ দিনে হয় অর্থাৎ- মাস উনত্রিশা হয়) এবং পরবর্তীতে তিনি এভাবে এভাবে এবং এভাবে বলেছেন। (এবং তখন তিনি ৩০ সংখ্যা বুঝানোর জন্য প্রথম বারের মতো বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ রাখেন নি)। অর্থাৎ পূর্ণ ৩০ দিনে হয়। তিনির উদ্দেশ্য ছিল মাস কখনো ত্রিশা হয় এবং কখনো উনত্রিশা হয়। (বুখারী (রহ.) ও মুসলিম রহ., মুজাহিরে হক্কে জাদীদ ২য় খন্ড ৬১৪ পৃষ্ঠা)।

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত "রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন " তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গ (অর্থাৎ ঈদ কর।) সুতরাং (উনত্রিশ তারিখে) যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং অন্য কোন কারনে চাঁদ দেখা সাব্যস্থ না হয় তাহলে শাবান মাসকে তোমরা ৩০ দিন ধরে নাও (তদ্রূপ ভাবে রমজান মাস ও) (বুখারী ও মুসলীম (পূর্বেল্লেখিত কিতাবের হাওয়ালা)।

(৩) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন "(শাবানের ২৯ তারিখে রমজানের নিয়তে) রোযা রেখোনা যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ না দেখো। তদ্রূপ রোজা ততক্ষন পর্যন্ত খতম করবেনা যে পর্যন্ত ঈদের চাঁদ না দেখ। তাই

الجامعة الاسلامية المتينية لطف العلوم صربارا
البريد : صهاتک. المضافات : سنام غنج بنغلاديش

জামেয়া ইসলামিয়া মতিনিয়া লুৎফুল উলুম চরবাড়া
পোঃ লক্ষীবাউর-৩০৮০, উপজেলা-ছাতক
জেলা-সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।

Jamea Islamia Motinia Lutful Ulum Charbara
P.O: Lakkibawr, P.S: Chhatak
Dist: Sunamgonj, Bangladesh.

সূত্র ঃ Ref:.....

তারিখঃ Date:.....

(উনত্রিশা রাত অর্থাৎ ত্রিশ তারিখে) যদি ধুলা বালি, মেঘাচ্ছন্নতা বা অন্য কোন কারনে চাঁদ নজরে না আসে তাহলে সেটাই ধর্তব্য হবে। (অর্থাৎ এই মাস ত্রিশ দিনের বুঝে নাও)। অন্য রেওয়াতে আছে যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন মাস কখন ত্রিশা হয়। সেজন্য যতক্ষন না চাঁদ দেখো (রমযানের নিয়তে) রোযা রেখোনা। আর যদি (উনত্রিশ তারিখে) মেঘাচ্ছন্ন ইত্যাদি হয় (এবং চাঁদ নজরে না আসে) তাহলে ত্রিশ দিন পুরা করো। (অর্থাৎ উক্ত মাস ত্রিশা ধরে নাও) বুখারী মুসলিম (পূর্বে কার কিতাব) এবং মিশকাত শারীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরক্বাতে আছে- অর্থাৎ- এমনকি তোমাদের কাছে রমজানের চাঁদ দেখার দুইজন বা ততোধিক স্বাক্ষির স্বাক্ষদ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে যদি আকাশ মেঘা ছন্ন হয় তাহলে একজন স্বাব্যস্ত স্বাক্ষির স্বাক্ষদ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যাবে। সুতরাং আলোচিত ৩ হাদীসদ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে, মাস (কখনো) ত্রিশদিনে হয় আবার উনত্রিশ দিনেও হয়। এজন্য চাঁদ দেখে রোজা রাখা ও চাঁদ দেখে ঈদ করা বাঞ্চনীয়। আর যদি মেঘাচ্ছন্নতা বা অন্য কোন কারণে চাঁদ উন্ত্রিশ তারিখের সন্ধ্যা বেলা দেখা না যায় তাহলে শা'বান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করে রোজা আরম্ভ করবে এভাবে রমজানকে ত্রিশদিন পূর্ণ করে ঈদ করবে। "মাস কখনো উনত্রিশ দিনে হয়" মুলতঃ একথার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়া উদ্দেশ্য যে ত্রিশ তম রাত অর্থাৎ উনত্রিশ তারিখে চাঁদ তালাশ করা আবশ্যকীয় এজন্য উলামায়ে কেরাম লেখেছেন যে, লোকজনের

উপর ওয়াজিবে কেফায়া হল শা'বানের উনত্রিশ তারিখে রমজানের চাঁদ দেখার চেষ্টা করবে। (মুজাহিরে হক্বে যাদিদ) এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে এক গ্রাম্য লোক শা'বানের ত্রিশ তারিখ দুপুরে এসে নবী করিম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল যে আমি (গত কাল সন্ধায়) রমযানের চাঁদ দেখেছি। রাসুল (সাঃ) তার থেকে ইসলামের স্বীকারোক্তি নিয়ে হযরত বেলাল (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন যে লোকজনকে আগামী কাল থেকে রোজা রাখার ঘোষনা করে দাও। (যেহেতু আজ রোজার নিয়ত করার সময় নেই) (আবু দাউদ, তিরমীযি, ইবনে মাজাহ, দারিমী)। (মিশকাত) এই ধরনের সমস্ত হাদীস অর্থাৎ রাসুল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও তবে তাবেয়িন বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশীদিন (রাঃ) এর কথাবার্তা, কার্যাবলী ও সমর্তন থেকে ফোকাহায়ে এজামগণ ইস্তেনবাত করে চাঁদ দেখার বিষয়ে ইসলামের সরল পদ্ধতি খুবই সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কেননা ফোকাহা হযরাত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ রমজানের চাঁদের বেলায় যদি কোন কারণ পাওয়া যায় যথা মেঘাচ্ছন্নতা ও ধুলা বালী তাহলে একজন সাব্যস্ত ব্যক্তি অথবা একজন মুছতাওরুল হাল (অর্থাৎ যার ফাসিক হওয়ার বিষয়ে জানা যায় না)। এমন ব্যক্তির সংবাদ কোন দাবি দাওয়া এবং আশহাদু শব্দের প্রয়োগ ছাড়াই গ্রহণ যোগ্য হবে। তাছাড়া হুকুম এবং ফায়সালার

الجامعة الاسلامية المتينية لطف العلوم صربارا
البريد : صهاتک. المضافات : سنام غنج بنغلاديش

জামেয়া ইসলামিয়া মতিনিয়া লুৎফুল উলুম চরবাড়া
পোঃ লক্ষীবাউর-৩০৮০, উপজেলা-ছাতক
জেলা-সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।

Jamea Islamia Motinia Lutful Ulum Charbara
P.O: Lakkibawr, P.S: Chhatak
Dist: Sunamgonj, Bangladesh.

সূত্র ঃ Ref:.....

তারিখঃ Date:.....

সমাবেশ ছাড়াই। যেহেতু এটা সংবাদ স্বাক্ষ নয়। হেদায়া গ্রন্থে আছে যে স্বাক্ষ এজন্য নয় যেহেতু এটা দ্বীনি বিষয় সুতরাং হাদীসের রেওয়ায়াতের সামঞ্জস্য হল আর আদালত হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা অর্থাৎ আত্মার মধ্যে এমন একটি গুণ যেটা তাকওয়া এবং মরুওয়াতের প্রতি ধাবিত করে। এবং আদালত দ্বারা এখানে নিম্ন দরজা উদ্দেশ্য এবং কবীরা গোনাহ্ এছাড়া বার বার ছগীরাহ্ গোনার উপর থাকাও যা কিছু মরুওয়াতের বৈপরিত্ব হবে এই সব গুলি ছেড়ে দেওয়া এবং মুসলমান বোধ সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া আব্শ্যকীয়। অর্থাৎ জ্যুতির্বিজ্ঞানী ও গণকদের কথা গ্রহণ যোগ্য নয় যদিও তারা সাব্যবস্ত ব্যক্তি হয়। মাযহাব (অর্থাৎ জাহিরে মাযহাব) অনুযায়ী অর্থাৎ তাদের কথায় জনগণের উপর রোজা ওয়াজিব হবে না। বরং মে'রাজ নামক কিতাবে আছে সর্ব সম্মতিক্রমে তাদের কথা গ্রহণ যোগ্য নয়। এবং জ্যুতির্বিদের জন্য জায়েয নয় যে নিজের হিসাব অনুযায়ী আমল করা। নহর নামক কিতাবে আছে জ্যুতির্বিদরা যদি একথা বলে যে অমুক রাত চাঁদ আকাশে থাকবে। (নজরে আসবে) তো তাদের কথায় (আমল) করা জরুরী হবে না। যদিও উক্ত জ্যুতির্বিদরা সাব্যস্থ লোক হয়। সঠিক মাযহাব অনুযায়ী ইযাহ নামক কিতাবে এভাবে আছে। সুতরাং একতা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে পবিত্র শরীয়তে চাঁদ দেখার সম্ভাব্য সময় হচ্ছে মাসের ঊনত্রিশ তারিখের সন্ধ্যায়। আর বার্মিং হামে বিগত ২৯ শা'বান ১৪৩১ হিজরী রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় মেঘমালার ছোটাছুটির ফাঁকে যারা চাঁদ দেখেছেন তাদের স্বাক্ষ গ্রহনযোগ্য ও এর উপর আমল করা কর্তব্য, যেহেতু রমজানের চাঁদ দেখার বেলায় একজন সংবাদ দাতার সংবাদই গ্রহনযোগ্য। মা'শাআল্লাহ আপনাদের এখানেতো তিন জন স্বাক্ষী ও তাদের সবাই মুসলমান বোধ সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সাব্যস্থ ও গ্রহণ যোগ্য জ্যুতির্বিদদের কানুন ও থিওরীর হিসাবে তাদের নকশার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে স্বাক্ষিদের দুর্বল করার জন্য জেরা করা ও চাঁদ দেখার স্বাক্ষ না মানা প্রকাশ্য ভুল শরীয়ত পরিপন্থী ও অগ্রহণ যোগ্য। সুতরাং যদিও রাধানীতে চাঁদ না দেখা যায় তবুও বার্মিং হামের দেখাই যথেষ্ট। তাদের দেখানুসারে যারা রোজা রাখেন নাই তাদের কাযা করা কর্তব্য। সমাপ্ত। আল্লাহপাক সঠিক বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

লেখক
মোঃ নূরুদ্দীন
উত্তর সঠিক
(মুফতী) মুহাম্মদ আব্দুল জলীল
(মুফতী) মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন

উত্তর সঠিক
মঞ্জুর আহমদ
মুহতামিম রোক্কা মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা